সংবাদ

তারিখ 22 JUL 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বিহারে সেই বিদ্যালয়ের খাবারে কীটনাশক ছিল

সংবাদ ডেস্ক

ফরেনসিক প্রতিবেদন

ভারতের বিহার রাজ্যের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেয়া বিনামূল্যের খাবারে কীটনাশক মেশানো ছিল বলে ফরেনসিক পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গেছে। গত ১৬ জুলাই ওই খাবার খেয়ে অন্তত ২৭ শিশুর মৃত্যু হয়। বিদ্যালয়ের খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত রান্নার তেলে উচ্চমাত্রার বিষাক্ত কীটনাশক ছিল বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। গত শনিবার এ প্রতিবেদন পাওয়ার পর কীটনাশক থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিহারের জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা রবীন্দ্র কুমার।

গত মঙ্গলবার বিদ্যালয়টির দেয়া দুপুরের খাবার খেয়ে ২৭ শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে বিহারজুড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিহারের প্রাদেশিক রাজধানী পাটনা থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে ছাপড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিদ্যালয় থেকে দেয়া আলুর তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিক্ষার্থী শিশুরা অসুস্থ হতে পড়ে। প্রচণ্ড পেট ব্যথার পাশাপাশি বমি করতে থাকে তারা। মাত্র একটি কক্ষের ওই বিদ্যালয়টিতে অসুস্থ কচি শিশুকে হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে ওই শিশুদের মৃত্যু হয়। বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত আরও ২০ শিশু এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ কর্মকর্তা রবীন্দ্র কুমার জানান, ফরেনসিক প্রতিবেদনে তরকারিতে ব্যবহৃত তেলে মনোক্রোটোফোস মেশানো ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফসফরাস দিয়ে তৈরি এ রাসায়নিকটি কৃষি জমিতে পোকামাকড় ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

পুলিশের ধারণা, রান্নার তেলটি যে পাত্রে রাখা হয়েছিল তা এর আগে কীটনাশক রাখার কাজে ব্যবহার করা হতো। ঘটনার পরপরই বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষিকা আত্মগোপন করেন। তার খোঁজে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে বলে জানিয়েছেন রবীন্দ্র।

শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়াতে সারাভুড়ে দুপুরে খাবার দেয়ার এ কর্মসূচি চালু করেছে দেশটির সরকার। প্রায় ১২ কোটি শিশু শিক্ষার্থীকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

গত অক্টোবর দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি সরকারি বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচির আওতায় দেয়া দুপুরের খাবার খেয়ে আরও ১৭০ জন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। খাবারের সঙ্গে দেয়া ডিমটি ভালো না হওয়াতেই এই বিপত্তি ঘটে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা। টাইমস অফ ইন্ডিয়া, রয়টার্স।